রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কর্মসংস্থান শাখা-০১

অফিস আদেশ

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৯.০০৩.৫১৪.০০.১৫৯.২০১০-১৮৩—বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত 'বৈদিশক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ২৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এ আইনের ১৯ ধারার (১) উপ-ধারা মোতাবেক অভিবাসন করতে আগ্রহী ব্যক্তি বা অভিবাসী কর্মীকে বিএমইটি'র ডাটাবেইজে নিবন্ধিত হতে হবে এবং বিএমইটি নিবন্ধিত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করবে। ইতোমধ্যে অভিবাসন করতে আগ্রহী ব্যক্তির নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং বিএমইটি'র ডাটাবেইজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির পেশাভিত্তিক তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রতিদিনই আগ্রহী কর্মীরা ডাটাবেইজে তাঁদের নাম ও তথ্যাদি নিবন্ধন করছেন। বর্ণিত আইনের ১৯ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক রিক্রুটিং এজেন্ট (১) উপ-ধারার অধীন নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কর্মী নির্বাচন করবে।

২। স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য রিক্রুটিং এজেন্ট বিদেশে নিয়োগকর্তার সাথে অনেক দিন আগে থেকেই যোগাযোগ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা রিক্রুটিং এজেন্টকে কর্মী নিয়োগের জন্য চাহিদাপত্র ও ক্ষমতা পত্র প্রদান করে। নিয়োগকর্তাকে সংশ্লিষ্ট দেশের মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে বিদেশী কর্মী নিয়োগের জন্য অনুমতি পেতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কিছু রিক্রুটিং এজেন্ট নিয়োগকর্তার সাথে অনেক আগে থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করলেও বর্ণিত আইন গেজেটে প্রকাশের পর কর্মী নিয়োগের চাহিদা ও ক্ষমতা পত্র পেয়েছেন। অপরদিকে কোন কোন দেশে নিয়োগকর্তার অধীনে কর্মী নিয়োগের জন্য পূর্বেই কর্মীর নাম ও পাসপোর্টের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করতে হয়। ফলে অনেক কোম্পানী পূর্বে প্রাপ্ত কর্মীর নামে ভিসা ইস্যু করেছে। এ সকল কাজের প্রক্রিয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সীর পাশাপাশি বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরাও সম্পৃক্ত থাকেন বিধায় কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এর ১৯ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা (ডাটাবেইজ) হতে কর্মী নিয়োগের বাধ্যবাধকতার শর্ত সাময়িকভাবে শিথিল করে নিয়োগানুমতি প্রদান করা প্রয়োজন।

৩। বর্ণিত অবস্থায়, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যে বিদ্যমান অসুবিধা দূর করার স্বার্থে উক্ত আইন গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর অথবা নিয়োগকর্তা/কোম্পানী কর্তৃক ডাটাবেইজ বহির্ভূত কর্মীর নামে ইস্যুকৃত ভিসা/চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে নিয়োগানুমতি প্রদান করা যাবে। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এর ৪৫ ধারা মোতাবেক এ আদেশ জারী করা হলো।

৪। উক্ত আইন গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর হতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এ আদেশের আওতায় সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

জুবাইদা মান্নান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd